দ্বিচাত্রিপিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষানিবাসী রাজসগন রুক্ষভঙ্গের শনি ও পঙ্ক্ষ- 
গণের কোলাহলে চক্তিত ও ভীত হইয়া উঠিল; মৃগপক্ষ সকল 
সভায় ইতততত মাদামান হইতে লাগিল; চতুর্দিকে কুলক্ষণ, 
অনেক রাজসী নিদিত্ত ছিল; তাহারা গাভোখান পূর্বক 
দেখিল, মহাবীর হনুমানের অশোক বন ভঙ্গ করিয়া, তোরণের 
উপর উপবেশন করিয়া আছেন।

কতই সময় মহাবাহু মহাবীর্য মহাবল হনুমান রাজসীগণকে 
নিন্দিত করিয়া নিতান্ত তীর্থণ রূপ ধারণ করিলেন। তখন 
রাজসীর হনুমানের ঐ তীর্থ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, সক্ষিপ্ত মনে 
জানকীরে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, জানকি! ঐ বানর কে? 
কাহার চর? কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং 
ভুমিই কি নিমিত্ত উহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে? 
বিশাললোচনে! তোমার কি মাত্র ভয় নাই; বল, ঐ বান 
তোমায় কি কহিয়া গেল?

তখন জানকী কহিলেন, দেখ, আমার কি সাধ্য যে, আমি
কাম্রুপী রাক্ষসদিগের ভাবগতি বুঝিয়া উঠিয়া। এই বানর কে, এবং উহার অভিপ্রায়ে বা কি, তাহা তোমরাই জান। দেখ, সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলত আমি ঐ বানরের বিষয় কিছুই জানি না; কোন রাক্ষস মায়ারূপ ধারণ পূর্বক আগমন করিয়াছে আমি এই মাত্র বুঝিয়াছি, এবং উহাকে দেখিয়া অবধি যার পর নাই ভীত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দুঃত্বেবে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া রহিল, রাক্ষসরাজ। একটি তীব্রবীণি বানর জ্ঞানকীর সহিত নানা রূপ আলাপ করিয়া অশোক বনের তোরণে উপবেশন করিয়া আছে। আমরা জানকীর নিক্ষেপ-সহকারে জিহ্বাসিলাম, কিন্তু তিনি ঐ বানরের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিলেন না। বানর আপনার অশোক বন ভাঙিয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইদুরে, না হয় কুঁবেরের দূত হইবে, অথবা রাম জীবার উদ্দেশ লইবার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। বাহাই হইক, ঐ অষ্টুতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোক বন ভগ্ন করিয়াছে। সে ঐ বনের সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে, কেবল যে বৃক্ষলক্ষে দেবী জানকী আছেন তাহা। স্পষ্টভাবে করিয়া নাই। বোধ হয়, জানকীর রক্ষা বা শ্রাপ্তি, ইহার অন্যতরই
এই রুক্ষ না ভাবিবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার শ্রাপ্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা করিয়াছে। জানকী স্মর্য যাহার মূলে বাস করেন, সে কেবল সেই পত্রধূল প্রকাণ্ড শিংশগা রুক্ষতি নষ্ট করে নাই। রাক্সরাজ! আপনি তাহাকে কোনরূপ কঠোর দুঃখ করন। সে প্রমদ বন ভয় করিয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্তা কহে, সেই দুর্ধীর্ঘ প্রমদ বন ভয়ে করিয়াছে। সীতা আপনার মনোমত, যাহার প্রাণে মমতা নাই, তদ্ভিতে উহার সহিত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে।

রাক্সরাজ রাজার এই সংবাদ শুনিয়া মাত্র কোণভরে চিতাগিবৎ জলিয়া উঠিলেন। তাহার নেত্রযুগল বিষার্ধিত হইতে লাগিল; প্রাণী দীপিকাহো হইতে শেমন জলমস্ততে তৈলবিন্দু নির্গত করিতেন। তদ্রূপ, তাহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে অশ্রূপাত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাং হনুমানকে এহেন করিবার নিমিত্ত কিন্তু নামক বীরগণকে নিয়োগ করিলেন। অশীতি সহস্র কিন্তু তদীয় নিদর্শ প্রাণী হইবারূপ স্ত্রীবিকারহূলতে নির্গত হইল। উহারা লহোদর ও করালদশন। ঐ সমস্ত বীর হনুমানকে এহেন করিবার জন্য অভিমতে উৎসাহে সহিত বাইতে লাগিল।

তখন মহাবীর হনুমান যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া। তোরণে

২৪
উপবিষ্ট আছেন; কিছুক্ষণ জ্বলন্ত পাবকের মধ্যে যেমন পাতঙ্গ পতিত হয়, সেইরূপ উহার সমুদ্ধীন হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে বিচিত্র গন্ধ, কাহারো রুদ্রপাক্ষিক অর্ধে, কাহারও স্নেহীন শর, কাহারো মুক্তর, কাহারও পতিত, কাহার শূল এবং কাহারও বা প্রাস ও তোমর। ঐ সমস্ত বীর হনুমানের চতুর্দিক বেষ্টন পূর্বক দণ্ডায়মান হইল। তদৃষ্টে পূর্বত্রিভূজ হনুমান ভূপৃষ্ঠে অনবরত লাঙ্গুল অন্ধকালন পূর্বক ঘোরবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৈহার দেহ সম-রোৎসাহে স্ফোত হইয়া উঠিল। তিনি লঙ্কাপুরী প্রতিঘনিত করিয়া লাঙ্গুল অন্ধকালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার চট-চটা শরে গগনভল হইতে বিহঙ্গে। পতিত হইতে লাগিল। হনুমান বণোৎসাহে উঘন্ত; তিনি উচ্চঃস্বরে এইরূপ যোগছায়া করিতে লাগিলেন, রামের জ্যোতির লক্ষশ্রেনের জ্যোতির, রামের আগ্রিত সুগ্রীবের জ্যোতি। আমি পবনদের পুত্র এবং অহোধারিনাথ রামের তৃত্য, নাম হনুমান। আমি যখন সঞ্চামে প্রবৃত্ত হইয়া রুদ্র শিলা নিক্ষেপ করিব, তখন সশ্র সহস্র রাবণের আমার প্রতিযথিমিত করিতে পারিবেন না। আজ সকল রাক্ষ-সই দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছায়া ধার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন পূর্বক প্রতিঘনন করিব।

তখন রাক্ষসগণ হনুমানের ঘোর নিন্দাতে অভিমান ভীত
হঁইল; দেখিল, ঐ বীর সদ্যকালীন মেঘের ন্যায় উত্তর হইয়াছেন। উহার মুখে নিরবচ্ছিন্ন রামের নাম উচ্চরিত হইতেছে; তন্মধ্যব্য রাখিতে। তিনি যে রামের দৃঢ় তত্ত্বিয়ে একপ্রকার নিঃশংস স্বয় হইল, এবং তীব্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চতুর্দিক হইতে উহাকে অবরোধ করিল। তখন হুমুযান ঐ সমস্ত বীরে পরিব্যত হইয়া তোলনের এক প্রাক্কার অর্থন তৃণ পূর্বক উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অহুরসংহারে প্রবৃত্ত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় অর্থনশ্বারে উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; কখনও বা অজগরবাহি বিহগরাজ গমন ব ন্যায় অর্থনশ্বে নতোমগলে বিচ্যুতি বিচ্যুতি শীঘ্র হইলেন। কিঙ্গরগণ বিনষ্ট হইল, তিনিও সমরভিকায় পূর্বক তোলনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হতাশিত রাখাল্লগণ ফুটপদে পলায়ন পূর্বক রাবণকে গিয়া। কহিল, মহারাজ! কিঙ্গরগণ সেই বানরের হেতু বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দুর্ভাগ্যে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া। উঠিলেন এবং প্রহরের পূর্ব মহাবল জয় মালীকে কহিলেন, বীর! তুমি অন্তর্বিলম্বে মুখ্যাত্তা! করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।
ত্রিচত্রারিংশ সর্গ।

এদিকে মহাবীর হনুমান কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া। তাঁহাদের আগমনে আমি প্রমদ বন ভঙ্গ করিলাম, এতে ঐ সমুদ্রশৃঙ্গের উচ্চ চট্টাপাশাদ চূর্ণ করিব। তিনি এইরূপ সংক্ষেপ করিয়া এক লক্ষে কুলদেবতাপ্রাসাদে উঠিত হইলেন। তৎকালে বিভাগকের নামে কাহার প্রভাতাল চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বল প্রদর্শন পূর্বক ঐ চট্টাপাশাদ চূর্ণ করিলেন এবং সপ্রভাবে দেহব্যর্ধি করিয়া নির্ভয়ে রাহুঞ্জোটন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রীভবিদারক শেচে লঙ্কাপুরী প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়া উষ্ট্র পশ্চিম গগনতল হইতে পতিত হইল এবং চট্টাপাশন। বিষ্ণু হইয়া গেল। ইত্যাদিতে হনুমান উচ্চঘরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত হুঘৌরের জয়। আমি রামের কিঙ্কর, নাম মহাবীর হনুমান। আমি যখন যুদ্ধে উর্বর হইয়া রুক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব তখন সহস্র রাঘব গ্রহণ প্রতি- দৃষ্টিতা করিতে পারিবে না। আজ রাক্ষসের। দেখিয়া, আমি লঙ্কাপুরী ছায়া হার করিয়া দেবী জানকীর অভিবাদন পূর্বক প্রতিগমন করিব।
হনুমান এই বলিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। চৈত্যপাল-গুণ নানাবিধ অক্ত শন্ত লইয়া উহাকে আক্রমণ করিল এবং চতুর্দিক হইতে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে উহারা ভার্যার পথীর বিপুল আবর্তের ন্যায় চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান কাৰ্য্যভেদে প্রাসাদের এক অর্ধকোণে শতঘাট সত্ত্ব উৎপাদন পোর্ডক মহাবেগে বিষ্ণুর্তিত করিতে লাগিলেন। সুতরাং সহস্র অগ্নি উঠিত হইল এবং তদ্রূপ সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহা হইলে হনুমান রক্ষিত হইল। প্রহার বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া অস্তরীকর হইতে কহিতে লাগিলেন, দেখ, মাদুষ বহুসংখ্য বীর কশিরাজ শ্রী-বের বশবর্তী হইয়া আছেন। উহারা শ্রীবের আদেশে অামারই ন্যায় ভূমণ্ডে বিচরণ করিতেছেন। উহাদিগের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অন্যবেল হইবে। কেহ বায়ুবল এবং কেহ বা অগ্রসেব। কশিরাজ তোমাদিগকে বধ করিবার নিমিত মাদুষ বহুসংখ্য বীরে পরিবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই আসিবেন। যখন মহাত্মা রামের সহিত বৈরিতা জগিয়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষস এবং এই লক্ষাপূর্ণ কিছুই থাকিবে না।
চতুশচত্বারিংশ সর্গ।

এ দিকে মহাবীর জষুমালীর রাবণের নিদশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাহার পরিধান রক্তলিঙ্গ, গলে রক্তস্রা঵, করে কচির কুণ্ড। তাহার নেত্রেদৃশ কোথায় নিরবচ্ছিন্ন বিপূর্ণি হইতেছে; তিনি উগৰ্ভভাব ও দুঃখিত। তিনি চতুর্দিক প্রতি-ধারিত করিয়া ইত্যাদি সহৃদয় একাঙ্কু শরসন বজ্রবে টাকার প্রদান করিলেন।

তখন হনুমান যুদ্ধার্থে তোরণে উপবিক্ষে হইয়া আছেন। তিনি মহাবীর জষুমালীকে গর্দন্তবাহিত রথে সমুপরিপাটি দেখিয়া হচ্ছেন সিংহনাদ করিয়ে লগিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হইল। জষুমালীর হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শান্তি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রতৃত হইলেন। তিনি উহাঁর মুখের উপর অঙ্গচ্ছন্ন, মন্দকে একমাত্র কর্নি, এবং তুলস্ময়ে দশ নারাচ প্রহার করিলেন। হনুমানের মুখগুলি ব্লাডবত রক্তবর্ণ, উহা শরবিং হইয়া শরৎকালে লুঠরুখের জ্ঞাতে বিক্ষিত রক্তপদের ন্যায় শোভা পাইতে লগিল। তিনি অভিমত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বে
এক প্রকাণ শিলাখণ্ড দেখিতে পাইয়া তাহা উৎপাটন পূর্বক মুহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর জম্মুমালী ক্রোধে একাক্ত অধীর হইয়া উঠিলে দশ শরে বিষ্ণু করিলেন। প্রচুবিক্রম হনুমান শিলাখণ্ড বিষ্ণুর হইল দেখিয়া বৃহৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক বিষ্ণুর হইলেন। তদ্রূপের জম্মুমালী উঠিয়া প্রতি অনবরত শর বর্ধণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চার-শরে শাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া। পাচটি শর পুজুর্তে একটি বক্কে ও দশটি স্থানের প্রাহার করিলেন। তখন হনুমান শরপূর্ণকলেবর হইয়া। অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই পরিশেষে এই পূর্বক মহাবেগে বিষ্ণুর করিয়া। উঠিলেন বক্কে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পরিষ্কারে আঘাতে জম্মুমালীর মন্তক চূর্ণ হইয়া গেল, হস্ত ও জ্ঞানু ছিন্ন ভিন্ন এবং শর শরাসন রথ ও অর্ধ এককালে অদৃশ্য হইল। জম্মুমালী নিহত হইয়া ছিন্ন স্তেন্দ্রে ন্যায় তৃতীয়ে নিপীড়িত হইলেন।

অনস্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জম্মুমালীর বধবার্তা অবাধে একাক্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাহার আরাক্ত নেত্র বিষ্ণুর হইতে লাগিল এবং তিনি হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তৎক্ষণাং মন্ত্রিকুমারগণকে নিয়োগ করিলেন।
পঞ্চধ্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর অগ্নিক্ষেপ মন্ত্রিকুলারগণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা অত্যন্ত সন্তোষ এবং অস্ত্র-বিংশের শেষ। ঈদাদির মধ্যে সকলেই জয়হীন লাভার্থ উৎসুক হইয়াছে। উহারা অর্ণেকালজান্ত ধ্বংসমন্ধুত পতাকা-শোভিত ও অস্বত্বজীত রথে আরোহণ পূর্বক মেঘগভীর রথে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের সমভিব্যাহারে চলিল; উহারা অভস্থানিত শরাসন স্থিতেন আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের জননীর। কিঙ্করগণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়পূর্ণ ও অভিমত শোকাকুল হইল।

অনন্তর অর্ণালংকারধারী মন্ত্রিপুত্রগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর অভিশয় সত্য হইয়া। তোরণগুলি হনুমানের সম্বিত্ত হইল এবং চতুর্দিক হইতে শর বর্ধন পূর্বক বর্ধাকালীন জলদের ন্যায় গতির গতজন সহকারে বিচ্যুত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান উহাদির শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া। রুক্ষিপাতে শৈলরাজ হিমচন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষসগণের শর ও রথবেগ বিফল করিয়া। মহাবীর নির্ভর গগনে বিচ্যুত করিতে লাগিলেন।
বায়ু থেমন আঁকাতে সূরধনূশোভিত মেঘের সহিত খুঁড়া করে,
সেইরূপ তিনি ঐ সমস্ত ধনুর্ধারী বীরের সহিত খুঁড়া করিয়ে
লাগিলেন। পরে ঘোর সিংহনাদে সমস্ত রাক্ষসকে চকিত ও
ভীত করিয়া মত্তকুমারদিগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রদৃষ্ট হই-
লেন। তিনি কোন বীরকে চপেটাষ্ট, কাহাকে মুখিত্রহার,
এবং কাহাকেও বা খর কখনে কষ্ট বিক্ষত করিলেন। কোন
বীরকে বঙ্কের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল উক্রেগে
বিক্ষত করিলেন। অনেকে তাহার সিংহনাদ সহ্য করিতে
না পারিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তদস্রে সৈন্যগণ বিভিন্ন ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন
করিয়ে লাগিল; মাতঙ্গা বিক্ষতস্তর চৌংকার আরম্ভ করিল,
অন্ধ সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; রথের ভগ নীড়, ভগ ধর,
ও ছিয় ছত্র রণসুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সর্বত্র রক্তনর্ধ
প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হনুমান ও যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার তোরণে
আরোহণ করিলেন।
বট্চাত্মক সর্গ।

অনন্য রাবণ মন্থনপৃত্তগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্য্যসহকারে চিত্তবিকার সম্ভব করিলেন। পরে বিরুপাক্ষ, যুরুপাক্ষ, দুর্ঘ, প্রশ্ন, ও রাসকর্ণ এই পাঁচজন নীতিনিপূণ সেনাপতিকে সমোধন করিয়া কহিলেন, সেনাপতিগণ! তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া মুক্তার্থ শীতেই নির্গত হও এবং সেই বানরকে গিয়া যথোত্তর শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত হইয়া সাবধান হইও এবং দেশকাল বুঝির কার্য্য করিও। আমি উহার তাহ গতিকে বুঝিলাম, সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবল পরাক্রম অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! উহাকে বানরজাতি বলিয়া কিছুতেই আমার ছত্র-প্রতায় হইতেছে না। বোধ হয়, হুররাঙ্গ ইন্দ্র আমার কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি ত অনেক বার তোমাদিগের সাহায্যে সুরাঙ্গন নাগ বক্ষ গন্ধ ও মহর্ষিগণকে পরাজয় করিয়াছি, একেবারে
তাহারা অবশ্যই আমাদিগের কিছু অনিষ্ঠ করিতে পারে। এক্ষে এই বিষয়ে আমি কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তোমরা অচি-রেই এই বানরকে বল পূর্বক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এখনই যাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। ঐ তীব্রতাম মহাবীরকে উপেক্ষা করা সঙ্ক্ষেপ নহে। আমি ইতিপূর্বে অনেকানেক বানর দেখিয়াছি; মহাবল বালী, স্বগীর, জাম্ববান, সেনাপতি নীল ও দ্বিধ পূর্বত্তি বানরকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের গতিশীলতা ইহার মত নয়, তাহাদিগের তেজ বলবীর্য রুদ্ধি ও উৎসাহও এরূপ নয় এবং তাহারা বেছাবেছামে এই প্রকার দীর্ঘ আকারের ধারণ করিতে পারে না। নিশ্চয়, আর কোন জীব বানরলোকে উপ-স্থিত হইয়াছে। এক্ষে তোমরা যত্ন সহকারে উহাকে শাসন করিও। হুমকির মানব রণশহরে তোমদের অত্য ভিজিতে পারে না সত্য, তথাপি তোমরা জয়ী হইবার জন্য, সবাধানে আপনাকে রক্ষা করিও। দেখ, যুদ্ধসিদ্ধি যে কোন পক্ষে হয় ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, স্থতরাং সক্রিয় সতর্ক হওয়াই আবশ্যক।

তখন মগন্ত্রিতিমার প্রভূর আদেশমাত্র জলস্ত অগ্রিসম ভেজে নির্গত হইল। উহাদিগের সহিত বহুসংখ্য রথ, যত হস্তী, মহাবল অশ্ব, এবং শত্রুধারী সৈন্য সকল চলিল।
এ দিকে মহাবীর হরুমান পুনর্ব দিবাকরের ন্যায় ধর-ভেজে তোরনের উপর উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাবুদ্ধি মহাকায়; তিনি যুদ্ধোৎসাহে পূর্ণ হইয়া তোরনের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইত্যবসরে মশীকৃত হয়। উহাকে দেখিতে পাইয়া উহার চতুর্দিকে দগ্ধযুদ্ধ হইল এবং ভীষণ অস্ত শনিল লইয়া উহাকে আক্রমণ করিল। মহাবীর দুর্বর, হরুমানের মন্তক লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণকৌশল পদ্মাষ্টিক স্তূতীক পাঁচ শর অর্যগ করিল। হরুমানও ঐ সমস্ত শরে বিদ্য হইবামাত্র ঘোর গজর্জনে দশ দিক প্রভৃতি করিয়া নভোমণ্ডলে উথিত হইলেন। অনস্ত্র দুর্বর শর বর্ণ পুরোধ উহার সম্মিলিত হইতে লাগিল। হরুমান এক হুমকার পরিচর্চা করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার অর্ধনিকরে নিপুণিয় হইয়া সিংহনাদ সহকারে বন্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক লক্ষ সহসা বহুদূরে উথিত হইয়া পূর্বতে যেমন বিদ্রাৎপাত হয় সেইস্থান দুর্বরের রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। রথ তৎক্ষণাং আট অর্ধ অর্থ ও কুরের সহিত তৃণ হইয়া গেল, দুর্বরও বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইল।

অনস্ত্র হরুমান পুনর্বার গগনতলে উথিত হইলেন। ইত্যবসরে বিরোপক্ষ ও মুপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার সম্মিলিত হইল এবং উহার রথে মহাবেগে হইয়া মুখার প্রহার
করিল। হনুমান উহাদের মুক্তির ব্যথ করিয়া বিহুগরাজ সুন্দর ন্যায় মহাবেগে পুনর্বর্ত্ত ভূতলে অবতীর্থ হইলেন, এবং এক শাল রূপ উৎপাদন পূর্বক উহাদের মন্তক চুর্ণ করিয়া দিলেন।

পরে মহাবল প্রায় হাস্যমুখে মহাবীর হনুমানের সম্ভিত হইল। ভাসর্কণ্ডে কোথায় শুল ধারণ এবং উহার পার্শ্ব আক্রমণ পূর্বক দাড়াইল। প্রায় উহার প্রতি পাতিষ এবং ভাসর্কণ্ড শুল নিক্ষেপ করিল। হনুমান ঐ পাতিষ ও শূলের আশায় কত বিক্ষত হইলেন, তত্‌হার সর্বক্ষণ হইতে শোণিত-শ্রাব হইতে লাগিল, এবং কাকিতে নবোদিত হৃদয়ের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি কোথায় এক গিরিশৃঙ্খ উৎপাদন পূর্বক উহাদিগকে প্রায় করিলেন। উহারাও ভিত্তপ্রমাণ চুর্ণ হইয়া রণশারী হইল।

তখন হনুমান হতবরিষ্ঠ সৈন্যসংসারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অর্থ দ্বারা অর্থ, হস্তী দ্বারা হস্তী, এবং পদাতিদ্বারা পদাতিবিন্দু করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্র হস্তী অর্থ ও রাক্ষসের মৃত্যু তেজ তৃণের রসিপূর্ণ হইয়া গেল। হনুমানও সংহারেরদ্যত কৃতাঙ্কের ন্যায় পুনর্বর্ত তোরণে আরোহণ করিলেন।
সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ সেনাপতিগণের সৈন্যের মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সমুখীন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অক্ষ অত্যন্ত যুদ্ধের সাহায্য, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য একমাত্র সমুৎস্ক হইয়াছিলেন। তিনি রাবণের দুঃখিত প্রাণু হইবামাত্র তৎক্ষণাত হৃদ হৃদ্ভাষনের ন্যায় উক্ত হইলেন এবং তত্তদন্ত্যে কৃষ্ণেবেল-বাস্তুতে রথে আরোহণ ও বন্ধিত শরাসন এই পূর্বক নিঃসরণ হইলেন। তীনার রথ তপঃপ্রভাবলভ পতাকাসজ্জিত ও রত্নসজ্জিত ; আটটি অষ্ট বায়ুরে উঠা বহন করিতেছে; উহা ব্যাসরে, ও অস্তপূর্ণ। এই রথের আট দিকে ফলকের মুভিক খণ্ডন যুদ্ধজুড়ে লম্বিত আছে এবং যথাখানে তৃণ শক্তি ও তোমর চক্রাস্তর্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। উহা শুভায়মানের অর্থে ও বিদ্যমান উজ্জ্বল। দেববিক্রম কুমার অক্ষ উহাতে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধজীর্ণ নিঃসরণ হইলেন। অস্তের হেমা, হেমার রংহিত, ও রথের রথের রথের ভর্তি পৃথিবী ও অত্যন্ত প্রতিধানিত হইয়া। উঠিল; তিনি সৈন্যের হস্তখানের নিকট উপনিঃস্থিত হইলেন। তখন এ মহাবীর তোরণে উপবিষ্ট হইয়া সংহারোদ্ধত প্রলয়বহির ন্যায় দীপ্তি
পাইতে ছিলেন। তিনি অক্ষকে দেখিতে পাইলেন। উহাকে দেখিলা কুমার অক্ষকে যুগপৎ বিশ্বযুগ ও আদর পুন্য উপস্থিত হইল। তৎকালে কুমার অক্ষ উহাকে সংহত কুরু চক্ষে নাদের দেখিতে লাগিলেন। তিনি উহার বেগ বিক্রম এবং স্নীহ শক্তি পর্যালোচনা করিয়া প্রলয়স্রোত ন্যায় ভেজে বর্ধিত হইলেন। তুঁহার কোথা প্রদীপ হইয়া উঠিল। হনুমান অত্যন্ত হর্ষিত, তুঁহার বলবিদ্যা দর্শনযোগ্য, রাজকুমার অক্ষ স্বীকার দুঃখযাত্রা হইয়া তিন শরে তুঁহাকে সংগ্রামায় সঞ্চিত করিলেন। হনুমান রণবর্ধিত, যুদ্ধপ্রায় তুঁহাকে স্পর্শ করিয়া পারে না, তিনি শক্রজয় স্মরণ করিলেন। কুমার অক্ষ নির্গেশে মেঘলোচন উহাকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর এই উপাসক বীর যুদ্ধার্থ হনুমানের নিকটস্থ হইলেন। উভয়ের অনুরোধ সমাগম দেবারূপের মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিল। উহাদের বীর্যপ্রূত যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া প্রাণিগণ আর্তনাদ করিয়া লাগিল, শর্য্য নিশ্চিত হইলেন, বায়ু স্বীর ও নিখুঁত, পর্বত বিচলিত হইয়া উঠিল, আকাশ প্রভূত হইতে লাগিল এবং স্বৰ্গ যার পর নাই মুখিত হইলেন। কুমার অক্ষ সমরদক্ষ; তিনি লক্ষ্য দর্শন শরস্নান ও শর্মোচনে বিলক্ষণ স্পর্শ, তুঁহার কোথায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল, তিনি স্বর্ণপুষ্পোহিত সর্পাকার তিন শরে
হরুমানের মন্তক বিদ্ধ করিলেন। তখন হরুমানের মন্তক হইতে কথিধারা বহিতে লাগিল, নেত্রলয় বিরৃত হইয়া গেল; তিনি নবোদিত হর্ষের নয়া শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, রাজকুমার অক্ষে নিরীক্ষণ পূর্বক অত্যন্ত হস্ত হইলেন এবং যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যাহ্নহর্ষের নয়া দৃশীরূঢ় হইলেন। তাহার ওষুধ উত্তেজনা হইয়া উঠিল; তিনি দৃষ্টিপাতে বল বাহনের সহিত অক্ষকে যেন দৃঢ় করিতে লাগিলেন। মহাবীর অক্ষ যেন বর্ধিত মেষ, তাহার শরাসন যেন ঈষ্টিধাতু, তিনি হরুমানের দেহক্রীড়া অবরত শরুষ্কি করিতে লাগিলেন। তাহার বিক্রমে অতিপ্রাচীন এবং তেজ নিতান্ত হৃদসঙ্গ; হরুমান উঁচাকে নিরীক্ষণ করিয়া। মহাবীরে মেষগতীর রবে যেন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ বালকম্বার, বলগরিত, তাহার নেত্রুকল রোমভরে আরক্ত হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন ভূঞাচ্ছন্ন কুপের তদ্ধুর্ধ ঐ অপ্রতিমবল হরুমানের নিকটস্থ হইলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অবরত শরুষ্কিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর হরুমান ভক্ষিনীত শরে আহত হইয়া। যের রবে সিংহনাদ করিলেন এবং বাণের ও উক্ত নিক্ষেপ পূর্বক বিকটকারে উৎসাহের সহিত নভোমঘলে উঠিত হইলেন। রাজকুমারের অক্ষ উহার প্রতি ধার্মিক হই-
লেন এবং মেহ যেমন পর্নতপ্ত হইলে শিরাকৃতি করে সেইসময় নিরবধিম শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমবল হনুমান মনে হইয়া তাহা শীতলানীী, তিনি শরাকারের অন্তরে বায়ুবৎ নির্পর্ণ হইয়া গণনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপের ব্যর্থ হইতে লাগিল।

অন্তর্গ হনুমান সহজে উইাঁর প্রতি দৃঢ়প্রতি করিলেন, এবং তৎকালে কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক মনে মনে কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যাদির সহসা অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া। উইাঁর বক্ষ বিদ্য করিল। হনুমান অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন। তিনি সমরদক্ষ, ভাবিলেন, এই বীর তরুণত্যাগ্যের স্তান্ত্রি ও বালক, তথাপি ইনি প্রোচের ন্যায় বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। যুদ্ধ-বিদ্যায় ইহার দক্ষতা আছে, কিন্তু একে ইহাকে বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। ইনি মহাবল সাধান ও ক্রিয়াশিক্ষার মাত্রা বিশিষ্ট হন। ইনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী, একথে আমার সমুখবর্তী হইয়া। আমার প্রতি আকাতের ঘন ঘন দৃঢ়প্রতি করিতেছেন। বলিতে কি, ইহার পোক্ষে স্থানায়িরের তাস জন্যে। যদি আরাম ইহাকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে নিশ্চয় পরাপূর্ব হইব। আরও এই বীরের বিক্রম ক্রমশই বর্ধিত ২৬
হইতেছে, হৃদরূপ ইহাকে বধ করাই শেষ; বক্ষণশীল অগ্রিমে উপেক্ষা করা চাইত নেহ।

মহাবীর হনুমান এইরূপে বিপক্ষের বলাবল অবধারণ এবং আপনার কর্মযোগ উদ্ভবে পূর্বক কুমার অক্ষের বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটটি অর্থ অত্যন্ত ভারসাম্য এবং মণ্ডলপরিপ্রেক্ষায় শুদ্ধ, হনুমান এক চোপোটায় তৎসমুদয় বিনষ্ট করিতে রথের পুরোপুর এক মুক্তি-প্রহার করিলেন। রথ তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইল, উহার নীড় ভগ্ন ও কুব্ধ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবীর অক্ষ ভূতবল অবতরণ করিলেন এবং এক সুরাণিত অষ্টি ধারণ পূর্বক নতোম্বলে উথাইত হইলেন। তদ্দুর্গে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপ। বস্তুতঃ তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন।

তখন সাধারণ হনুমান ঐ ব্যোমচারী বীরের পদাঙ্কে শুদ্ধচর্চার। এই করিলেন এবং বিহরাগ গকুর যেমন সর্পক বিপূর্ণিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন, তিনি তদ্রুপ উহাকে বারংবার বিপুলিত করিয়া মহাবেগে ভূতবল নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষের ভূজয় ভগ্ন হইল, উক কল্লী ও বন্ধ একপালে চূর্ণ হইয়া গেল, সর্বাঙ্গে কদিরাধারা বহিতে লাগিল, অষ্টি নিক্ষিত হইল, চোখের চিহ্নমাত্র রহিল না। এবং সন্ধিবন্ধন ও
বিশ্লেষণ হইয়া গেল; তিনি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া রণশারীর হইলেন।

তখন ইন্দ্রাণী দেবর, এবং যুগ ও রগ মহর্ষি ও অহর্ঘণ এই ব্যাপার সত্যিকরের সত্যিকার হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন; মহর্ষির হনুমান পুনর্বার সংহারোদ্যত কুতাষ্ট্রের নয়ন তোলিয়া বারোহুণ করিলেন।
অষ্ঠচতুর্থারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র ভোত হইলেন এবং বৈর্যবলে চিত্তবিকার সংবরণ পূর্বক সরোষে সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিতকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বীরপ্রধান, স্বর্ণীর্ধে সুরাস্ত্রগণকেও শোকাকুল করিয়া থাক; তুমি প্রজাপতি বন্ধু প্রসাদে ব্যক্তি লাভ করিয়াছ; দেবগণ বাৰ্তোপ তোমার বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াছেন, উথুরা ইত্যাদির আশ্রয়ে থাকিয়াও রণস্থলে তোমার অস্তবল সহ করিতে পারেন নাই। বীর! কেবল তুমিই যুদ্ধশেষে কাতর হও না; তুমি স্বীয় তুষার রক্ষিত, এবং স্বীয় তপন্বলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপক্রিত হয় না; তুমি ধীমান; যুদ্ধে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি সুধীবলে সমস্তই সমাধান করিতে পার; তোমার অস্তবল ও বল ভাত নহে তিলোকে এরূপ লোকের অপ্রসিদ্ধ; তোমার তপস্যা বিভ্রম ও শক্তি সর্বাঙ্গে আর্মারই অন্যুরূপ, সদ্ধে নাই; সক্ত যুদ্ধে তুমি জয়ী হইয়ে এই আশ্রয়ে মন তোমার জন্য কাম্প্ত হয় না। বৎস! এমনে কিছুকরণ নিহত হইয়াছে;
রাক্ষস জানি মালী, পঞ্চ সনাপতি, এবং মন্ত্রক্ষমারগণ দেহপাত করিয়াছে, বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অন্ধ রথ নষ্ট হইয়াছে। বীর মহোদয়, এবং কুমার অক্ষ রণশোকায় শ্যাম করিয়াছেন; কিন্তু দেখ, আমি যেমন তোমার প্রতি সেইসংখ্য উত্তরে প্রতি কোন অংশে নির্ভর করি না। এক্ষণে তুমি ইই সৈন্যক্ষয়, বানরের বিক্ষম এবং নিজের শক্তি অনুধাবন পূর্বক কার্য্য কর। তুমি যুদ্ধ আরস্ত করিয়া যেখানে শক্রাস্থষ্টি হয়, ধলক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল রুখিয়া সেইসংখ্যে করিও। আরও আমি তোমায় নিবারণ করি, তুমি সৈন্যে যাইও না। উহারা ঐ বানরের হস্তে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে। বজ্রসার অন্ধ এই করিও না, ঐ অগ্নিকর্ম বানরের শক্তি অপরিচ্ছিন্ন, সে অন্তরে বধ্য নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে যেখানে কহিলাম, তুমি তাহা সশস্ত্র রুখিয়া দেখ, এবং যুদ্ধসূত্রি বিষয়ে যত্নবান হও। বিবিধ বিদ্যায় তোমার অধিকার আছে তুমি তাহা মন্য কর এবং আত্মরক্ষায় সাধ্যান্ত হও। বীর! আমি যে তোমায় সনাটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত, কিন্তু এইসংখ্য ব্যবস্থা কৃত্তিয় ও আমাদিগের অনুযোগী। শক্তি যে যে শাস্ত্রে দৃঢ় আছে এবং তাহার যেখান সমরাপ্রস্তুত ইহা অনুসন্ধান করা যোগ্য অবশ্য এবং তদ্ভিক কৃতকার্য হইয়া। অজয়লাভে যত্ন করা কর্তব্য।
তখন হরপ্রতীক ইন্দ্রজিত্র পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র যুদ্ধবাহী করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া করিতে প্রস্তুত হইলেন। সত্যমুখী আত্মীয় বনজ উঠিকে বারংবার সন্তুষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিত্র সমরেীশ্বরে উঘটন হইয়া উঠিলেন। তাহার রথ তীর্থকর জীমবেগ ভুজ্জঙ্গচৌর্যে যোজিত হইয়া আনীত হইল। ঐ মহাবীর ভদ্রপরি আরোহণ পূর্বক পরিকালন সুমুখের ন্যায় মহাবেগে নির্গত হইলেন। উঠার রথের ঘর্ঘর রব এবং শরাসনের ঘটকার শক্ত উদ্ধব করিয়া হরুমানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিত্রও উঠাকে লাঞ্ছন্ন করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি চুনিমনে নির্গত হইলেন, দশ দিক অপর্যাপ্ত অংশ হইল; শৃঙ্গলগণ চীত্বার করিতে লাগিল; নাগ বক্ষ মহর্ষি নির্ম্ম ও অশ্বগণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরস্থ করিলেন, এবং পাকিগণ নভোমণ্ডল আঘাত করিয়া পুলিকিত মনে কলরব করিতে পারিত হইল।

তখন হরুমান ইন্দ্রজিত্রে উপস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাহার কলরব বর্ধিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিত্রের হস্তে বিদ্যাভূষন উজ্জ্বল বিচিত্র শরাসন; তিনি জীমবেগ উঠা অস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর মহাবল ও মহাবেগ; উঠাদের মন যুদ্ধভয়ে কিছু মাত্র অভিভূত হয়।
নাই; বোধ হইল যেন, দেবাধুরের অধীনের পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। হইয়া সঙ্গামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অন্তর্গত মহাবীর ইন্দ্রজিত হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শর-ক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হনুমান তৎসমস্ত বিষণ্ণ করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিত তীক্ষফলক অর্ধপূর্ণ শরনিকর বর্জবৎ বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধশলে রথের ঘর্ঙ রব, যুদ্ধস্ত ভেদী ও পাটহের শশ্র এবং শরাসনের ট্যাক নিরস্ত্র শ্রৃব্ধ হইতে লাগিল। হনু-মান পুনর্বার উর্দ্ধে উঝিত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য বিষণ্ণ করিয়া শরণাতের অন্তর্গত অমন করিতে লাগিলেন।

তিনি সর্বাপেক্ষা শরণাত্তমুখে দণ্ডায়মান হন, পরে শরভাগ মাত্র বাহু প্রসারণ পূর্বক উর্দ্ধে উঝিত হইয়া থাকেন। এই বীরভূত বীরভূত বীরভূত। তখন উহাদের এই বীরভূত বীরভূত বীরভূত বীরভূত। উহারা পরস্পরের কতদূর অন্তর কিছুই জানেন না, কিন্তু কমল উভয়ের পক্ষে উভয়ের তৃষা হইয়া উঠিলেন।

তখন মহাবীর ইন্দ্রজিত শর সমস্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্বি-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, হনুমানকে বধ কর। হুঃসাধা, কিন্তু কোন রূপে একবার নিশ্চেষ্ট হইলে উহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া শরা-
মনে রাক্ষস সন্ধান করিলেন এবং উহাকে রাক্ষসেরও অবধ্য জানিয়া। কেবল বন্দনোদ্দেশে উহা গৌর করিলেন। তখন হনুমানের কর্চম নিবদ্ধ হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভীত পতিত হইলেন। রাক্ষস মন্ত্রপূত্ত হনুমান উহা দ্বারা বদ্ধ হইয়াও রক্ষার মহিমায় নির্ভর হইলেন এবং আপনার প্রতি রক্ষার বরদান প্রাপ্ত অনুগ্রহ পুনঃপুঃচিন্তা করিয়ে নাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, চরাচরণক রক্ষার প্রভাবে এই অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ করা আমার অসাধ্য। নরতরাং ক্ষুদ্র-কালের জন্য আমাকে এই বন্দনদশা সঙ্গে করিতে হইবে।

তখন হনুমান এই স্থির করিয়া মনে মনে অস্তবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি রক্ষার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে নাগিলেন এবং অচিরায়বিন্ন বন্দনমুক্তি রুখিতে পারিলেন। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রক্ষার শাসন শিরোধার্য করিয়া রহিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, রক্ষা ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে নিরক্ত রক্ষা করিয়েছেন, এই জন্য আমি রাক্ষসের বদ্ধ হইলেও নির্ভরে নিপতিত আছি। আরও এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা আমাকে এক্ষণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিদ্যমান উপকার দর্শিয়া; এই এসমুখে আমি রাবণের সহিত কথোপকথন করিয়া লইব। নরতরাং আকুলপক্ষ আমাকে এখনই এক্ষণ করক।
অনন্য রাক্ষসের হনুমানের নিকটস্থ হইয়া উঠিয়া বল পূর্বক এই কথাগুলি বলিয়া উঠিয়া তাহার সন্নিধানে। হনুমান সমীক্ষকরী, তিনি নিষেষে হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে আসিলেন। উঠিয়া বলিলেন হনুমান মনে করিলেন, যদি রাবণ কোনো বিষয়ে একবার আমাকে দেখিবার বাসনা করেন তাহাতে হইলে আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই মহিমা হইবে। তিনি এই রূপে সংক্ষেপ করিয়া গোল বদ্ধ ও ভোল সন্ন সহ করিতে লাগিলেন।

ইত্যাদিতে তিনি সহানুভূতি দৃষ্টার্থে উন্মুক্ত হইলেন। মন্দির- বদ্ধন অপর কোন রূপ বদ্ধনের সংশোধন শাসন দান করিতে পারে না। তদের মহাভারতের ইতিহাস অত্যন্ত চিহ্নিত হইলেন। মনে করিলেন, রাক্ষসগণ মন্দিরগতি কিছু বুঝিল না, আর যে হনুমান সাধন করিলাম তাহা সম্পূর্ণই ইচ্ছা এরূপ গোল হইল। এই অন্ত দুইতীয়বার প্রায়োগ করিলে কোন ফল দর্শন না, স্তরাং আমাদের জয়লাভে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। এক্ষণে হনুমান নিবন্ধ হইয়া আরুর ও নিপীড়িত হইতেছে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য মুক্তি কিছু বুঝিতে পারিবেন না।

অনন্য কলমুক্তি ক্ষুর রাক্ষসগণ হনুমানের আকর্ষণ পূর্বক প্রহার করিতে লাগিল। রাবণ সত্যশূলে পাকায়নের সহিত ২৭
ক্ষণ করিলেন এবং উহার ভেজে বিমোহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বীরের কি রূপ! কি ধর্ম্ম! কি শক্তি! কি কার্ত্তি! সর্বাঙ্গে কি চুলক্ষণ! যদি অধর্ম ইহঁহার বলবৎ না হইত তাহা। হইলে ইনি হরলোক অধিক কি ইন্দ্রো রক্ষক হইতেন। ইহার কার্য্য কৃত্রিম ও কৃৎসিদ্ধ, এই কারণে হুহু- ন্তর দানবও ইহাকে দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন। এই মহাবীর কোনো বিষ্ট হইয়া জগতে সমৃদ্ধ প্রাপ্তি করিতে পারেন।
পঞ্চাশ সর্গ ।

তখন রাবণ তেজস্বী হনুমানকে সমুদ্ধে নিরীক্ষণ পূর্বক ক্রোধে অবীর হইয়া। উঠিলেন, তাহার মনে নানারূপ শঙ্ক। উপ- নির্দে হইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন, পূর্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রুঞ্জ হইয়া, আমাকে গিরিবর তৈলাকে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর কি সেই তপস্বী নন্দী, তিনিই কি বানররূপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা ইনি স্বর্গ অদ্ভুতরূপ বাণ।

রাবণ এইরূপ বিলক্ষণ করিয়া রোষকায়িত লোচনে মন্ত্র গ্রহণকে কহিলেন, দেখ, ঐ হরাতাকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে? বন ভগ্ন করিবার কারণ কি? আমার এই পুরী নিতান্ত দৃঢ়ম, ইহার মধ্যে কোনু উদ্দেশে উপ- 
স্থিত হইয়াছে? এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা 
ছেতু কি?

তখন গ্রহণ রাবণের আদেশে হনুমানকে কহিলেন, বানর! 
তুমি আশ্বস্ত হও, সত্য বল, ইন্দ্র তোমাকে এই লক্ষাপুরীতে 
প্রেরণ করিয়াছেন কি না? ভয় নাই, এখনই তোমার বন্দন- 
মুক্তি হইবে। বল, তুমি কুবের যম না বঙ্গের দুত? তুমি
কি তোমাদেরই নিয়োগে বানররূপে প্রচুর হইয়া পূর্বপ্রাপ্ত কারিয়াছ? না জয়লাভার্থা বিভূত তোমাকে পাঠাইয়াছেন? তুমি রূপমাত্র বানর, কিন্তু তোমার ভেজ বানরজাতির অন্তরূপ নহে। তুমি সত্য বল, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। মিথ্যা কহিলে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড করিব; বল, তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ?

তখন হনুমান রাবণকে কহিলেন, লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি ইত্যাদি, যম, ও বক্রের প্রচুরমাঝারী চর নাই, কুবেরের সহিত আমার সম্মত নাই, এবং ভগবান বিভূত আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজাতি, প্রকৃত বানরই তোমায় দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিলাম, তোমার সুস্থিত সাক্ষাৎ কর। নিভাতাস্ত হুঁসত, এই জন্য প্রামাণ্য বন ভিত্তি করিয়াছি। পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থ হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষক্ষ্য প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। তাছার বলে দেবান্ধুরগণ আমার অন্তর্পাষে বন্ধন করিতে পারেন না; কিন্তু তোমার দেখিবার প্রোত্যাশা যেন বন্ধ রহিলাম। পরে রাক্ষসরা আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের দুঃত, এক্ষণে আমি তোমার হিতার্থ যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।
একপঞ্চাশ সর্গ।

রাজনু! আমি কপিরাজ স্ত্রীবের আদেশক্রমে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার ভাতা, স্ত্রীবে তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। তিনি তোমার ঐক্য ও পারিত্রিক শুভসংকেশে তোমাকে যেন কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার নায় প্রজাগণের প্রতিপালক। রাম শীঘ্র প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি পিতৃনিদেশে ভাতা লক্ষণ ও তার্ফা জানকীর সহিত দণ্ডকারণে প্রবেশ করেন। রাম অত্যাধুর্মিক, তাহার পাল্পী জানকী জনঘৃণায় অনুদেশ হন। রাম তীহার অনুকরণে প্রসঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত খ্যাতমুক পর্যন্ত আগমন করেন, এবং কপিরাজ স্ত্রীবের সহিত সমাগত হন। স্ত্রীবে জানকীর অনুষ্ঠান করিয়া দিবেন, রামের নিকট এইরূপ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং রামও তীহার কপিরাজের অপর্ণ করিবেন, এইরূপ প্রতিষ্ঠা হন। পরে তিনি একমাত্র শরে বালিকে বধ করিয়া স্ত্রীবে বানর ও ভলুকের অধিপত্য প্রদান করেন। রাজসরাজ! তুমি মহাবল বালিকে বিলক্ষণ জান, রাম তীহারকে এক শরেই সংহার করিয়া ছিলেন।
অনন্তর স্থানীয় জানকীর অভিযানে বাঞ্ছা হইয়া চতুর্দিকে বাসরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ্য পাইবার জন্য পৃথিবী ও অন্তর্ক্ষে পর্যাটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গাড়ির তুল্য এবং কেহ বা বায়ুর অনুরূপ, উহারা অগ্রতিহতত্বভূত ও মহাবল। আমিও জানকীর জন্য শতবোজন সমুদ্র লজ্জন পূর্বক তেমার দমনার্থী হইয়া এই স্থানে আইলাম। আমি বায়ুর ঐরস পুত্র, নাম হনূমান। আমি ইতস্তৎ বিচরণ করিতে করিতে তেমার গৃহে জানকীরে দেখিতে পাইলাম। তুমি ধর্মার্থদস্তী, তপোবন ধনধান্য সংঘ করিয়াছে, স্বতরাং পরক্ষে অবরোধ করিত রাখা তেমার উচিত হইতেছে না। বে কার্য্য ধর্মোনিত্য ও অনিত্য মূলক, তবিয়ে তবাদুশ বুকিমান কখনই প্রকৃত হন না। রাজন্মু! মহাবীর রামের অপ্রিয় অচরণ পূর্বক স্বধী হইতে পারে তিলোকে এরূপ লোকে অপ্রিয়চ। দেবান্নগণও রাম ও লক্ষণের কোদরের মূখ শরের সমুদ্রে তিথিতে পারেন না। অতএব তুমি এই দ্রুতাশিতকর ধর্মানুগত কথায় আস্ত্রাণ হও এবং নরবীর রামকে জানকী সমর্পণ কর। আমি এইস্থায়ে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি, যাহার দর্শন নিতান্ত ক্লীব হয়, আমি তাহাকেই দেখিয়াছি, অতঃপর রাম কার্য্যাবশেষ সমাধান করিবেন। জানকী অতিমাত্র
শোকাকুল, তিনি যে পঞ্চমুখ ভৃষ্ণীর নায় তোমার গৃহে অব- 
স্থান করিতেছেন তুমি তাহা জানিতেছ না। দেখ, আহারশিক্ষা- 
বলে বিষয়ক অষ্টম যেমন জীর্ণ করা যায় না, তদৃপতীহারে অব- 
কুল করিয়া পরিপাক করা, মৃতাম্বুরগণের পক্ষেও সহজ নহে। 
তুমি তপোবলে দিয়া ঐশ্বর্য ও সুদীর্ঘ আয়ু অধিকার করিয়াছ, 
কিন্তু পরস্ত্রীপরিন্থহৃপূর্ণ অধর্ষ্যতাতে তাহা বিনষ্ট করা তোমার উচিত 
হইতেছে না। তুমি স্বয়ং সুরাস্থরের অবধ্যা, তদনীয়ে ধর্ষ্যাক 
কারণ। কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব দেব, যক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, 
তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবার রামও মনুষ্য, বল, তুমি 
কিরূপে উত্তাহাদিগের হইতে আত্মরক্ষা করিবে। স্বখ ধর্ষ্যর ফল, 
তাহা অধর্ষ্যফল ঢঁকের সহিত তোগ করা নিতান্ত দুঃখ, এবং 
পূর্বকূল ধর্ষ্য পরবর্তী অধর্ষ্যকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে 
না। রাজনু। তুমি ইতিপূর্বে যখন স্বখ তোগ করিয়াছ, 
এক্ষণে লীলায় তোমাকে বিলুপ্ত ঢঁকে স্বখ অনুভব করিতে হইবে 
জনমানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবার বালি রণ- 
শায়ি হইয়াছেন। এবং রামও সুগ্রীবের সহিত সখা স্থাপন 
করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে কি শ্রেয় হইতে পারে, তুমিই 
তাহা চিন্তা কর। দেখ, আমি একাকী হস্ত্যম প্রভৃতি সমস্ত 
উপকরণের সহিত লঙ্কা পূর্ব ছাত্রতার করিতে পারি, কিন্তু 
রাম এই কার্য্যে আমায় অনুমুগ্ধ দেন নাই। তিনি স্বয়ংই
ঠাঁহার ভার্যাপহারক শক্তকে বিনাশ করিবেন, বানর ভুলক গণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ তুমি তোমার অন্য ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ইন্দ্র ও রামের অপ্রিয় আচরণ পূর্বক স্নীহ হইতে পারেন না। তুমি বাহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলাদে অবক্ষণ হইয়া আছেন, তিনি স্যায় লক্ষানাথিনী কালরতী, তুমি সেই সন্তানী মৃত্যুপাশ স্বষ্টুকার্য নাচিয়া রাখিও না; কিন্তু আপনার মঙ্গল হয় এক্ষণে ঠাহাই চিন্তা কর। অতঃপর এই লক্ষ জানকীর ভেজ ও রামের কোথে নিশ্চয়ই দশা হইবে। তুমি আপনার পুনর্বলে মন্ত্রপদ্ম ও প্রভুত ধনসম্পদ স্বদেশে উচ্ছিন্ন করিও না। আপনি জাহিতে বানর, রামের দূত এবং রামের কিন্তু, সত্যই কহিয়াছি, তুমি আমার বাক্যে কর্পনাত কর। মহাবীর রাম চরাচর জগৎ সংহার করিয়া। পুনর্বলে সূত্র করিয়া পারেন। ঠাহার বলবীর্য বিসুর তুলা; সুরাস্ত্র, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, উর্গ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, যুগ, সিদ্ধ, কিন্তু পঙ্কর মধ্যে এমন কেহই নাই যে ঠাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। সেই ত্রিলোকে-কীনায় রাজাধিরাজের অপকার করিয়া প্রাণ রক্ষা করা, তোমার পক্ষে স্নোহাত্মিক হইবে। ঠাহার সহিত মুক্ত করিয়া। উঠে, ত্রিজগতে এমন কেহই, স্যায় চতুরায়ন রক্ষা, ত্রিপুরাসুষ্ক কর্ম এবং দেবরাজ ইন্দ্র ঠাহার শরযুগ্ধে তিনিতে পারেন না।
দূপঞ্জাশ সর্গ

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হর্মুদাতের এই সুরঙ্গে রাজ্যে তার পর নাই ক্রোধারিণ হইলেন। তাহার নেত্র রক্তিম রাগ বিষ্ঠার পূর্বক বিঘৃতিৎ হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাতঃ ঘাতকগণকে উহার প্রাণদণ্ডের অনুজ্জা দিলেন। হর্মুদান দৌহত্যে নিযুক্ত, তৎকালে বিভীষণ উহার বৈদ্যকে কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। কিংবা রাবণ একাংশ ক্রোধারিণ হইয়াছেন, দূরত্বথাও আসন্ন, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া। স্থিরভাবে ইতিকর্তব্য চিন্তা করিলেন এবং পুজ্য অজ্ঞকে সাম্ববাদ পূর্বক হিতবাকো কহিতে লাগিলেন, রাজন! আপনি ক্ষণত হউন এবং প্রসন্নমনে আমার কথায় কর্মপাত করন। যে সকল যহীনাল কার্ধের গোরব ও নাগর রুঝিতে পারেন দূরত্বে তাহাদের কদাচই শুভ্রেণি জন্মে না। এই কার্ধে অগ্নিবিক্ষীত ও ব্যবহারবিহিষ্ট, স্তুত্রাং ঈশ্বর কিছুতেই আপনার সমুচিত হইতেছে না। আপনি রাজনীতিনিপূল ধর্মানিধি ও ভিক্ষু; যদি তবাদৃশ লোকও ক্রোধের বশীভূত হন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাশ্চাত্যের সমস্ত শ্রমই পাই হইয়া
যায়। একে আপনি প্রসন্ন হউন, এবং নায়ানায় সম্যক বিচার করন।

তখন রাবণ বিভীষণের বাক্যে ক্রোধাবিক্রি হইল। কহিলেন, বাঁরি। পাপিছন ব্যক্তির বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শ নাই। অতএব আমি এই রাজবিদ্বেষী বানরকে এখনই বিনাশ করিব।

তখন ধীমান বিভীষণ রাবণের এই অসঙ্কোচ কথা শ্রবণ করিয়া, তত্ত্বাবধান সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজনু। আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ বাক্যে করণাশ করন। সাধু ব্যক্তিরা কহেন যে, যে দুর্গত প্রভুর নিয়োগ সাধনে প্রুত্ত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিতে নাই। সত্য বটে, এই শক্তি বিলম্ব প্রবল এবং ইহা দ্বারা যথেষ্টই অনিক হইয়াছে, কিন্তু দুর্বলে কেহই অনুমোদন করিবে না। অঙ্গের বৈরূপিক সম্পাদন, কষ্টভিখাত ও মুক্তন এই সমস্ত দণ্ডের একটী বা সমগুলি হউক, দুবর্তের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাপ্তাহ। করা আমরা কখনই শুনি নাই।

আপনি ধর্ম্মদীপ্তি, কার্য্য ও অকার্য্য সম্যক রুঝিতে পারেন, স্তুতরাং ভবাদুল্ল লোকের পক্ষে ক্রোধ নিভাত্ত দূষণীয় সম্বন্ধ নাই; বাঁহারা স্বত্বিজ্ঞ তাহারা। ক্রোধকে কদাচই প্রশ্রয় দেন না। কি ধর্মবিচার, কি লোকব্যবহার, কি শত্রুরোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহই আপনার সদ্ধ নহে, সুরাস্মের মধ্যে আপনি
শ্রেষ্ঠ! এক্ষেন এই বানরকে বধ করিলে আপনার কোনও ফল দর্শিবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহাকেই দণ্ড করা কর্তব্য হইতেছে। দেখুন, এই বানর অনেক পরিত, অনেকের কথা লইয়াই উপাসিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি পরাধীন, স্বতরাং ইহাকে বধ করা সুসঙ্গত নহে। আপনি যদি ইহাকে সংহার করেন তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরীতে উপাসিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই দেখিতেছি না; স্বতরাং ইহাকে বধ করিবেন না। আপনি ইহাকে দেবগণকে নির্দল করন, তাহাতে আপনার বিলক্ষণ পোষক প্রকাশ পাইবে। আরও এই হই মনুষ্যজাতীয় রাজপুত্র দুর্বল ও আপনার বিরোধী, এই বানর বিনষ্ট হইলে তাহারিতৈ গিয়া যুদ্ধে উদ্বেগ করিয়া দেয় এরূপ আর কাহারকেই দেখিনা। এক্ষেন রাক্ষসগণ বীরবর প্রদর্শনে উৎসুক হইয়া আছে, আপনি যুদ্ধের ব্যাপার দিয়া তাহারিতৈ ভূত্ত করিবেন না। উহারা আপনার বশীভূত ভূত্তা, নিরস্তর আপনার হিতচিঙ্গ করিয়া থাকে; তাহারা সমস্ত জয়শিষ্ঠ করিয়া আসিয়া আপনার হইবে। এক্ষেন আদেশ করন, উহারিতৈ কিয়দঃ নির্গত হইয়া সীমায় সেই হই যুদ্ধে রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনচুক। মহারাজ! শরুরে প্রতাপ প্রদর্শন করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য হইতেছে।
ভীম ব্যাধিশীল কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি যখার্থই কহিতে ছে, দূতকে বধ করা নিতান্ত দূষণীয়। কিন্তু এই দূতের কোন রূপ নিজে করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ, বানরজাতির লাঙ্গুল লই প্রিয় ভূমণ, অতএব ইহার লাঙ্গুল শীঘ্রই দখল করিয়া দেও। এই হর্ষক দখল লাঙ্গুল লইয়া পৃষ্ঠান্তরণ করিলে, ইহার বঙ্কুবাঙ্গব ইহাকে দীনদায়া ও বিকলনে দেখিবে। রাবণ হনুমানের এই রূপ দণ্ড নিয়ন্ত্রণ পূর্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তেজস্ক। এই বানরের পৃঙ্খল শীঘ্র অগ্নি প্রদান করিয়া দেও এবং ইহাকে ক্ষণে লইয়া সমস্ত পুরাণপ্রাঙ্গণ পর্যাটন কর।

তখন রোষকর্ষ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমত জীর্ণ কার্পাস বন্ত দ্বারা হনুমানের পৃঙ্খল বেষ্টন করিতে লাগিল। ইহাতে অগ্নি যেমন অর্জনে শুক কাঠ সংযোগে বদ্ধ হয়, সেইরূপ হনুমানের দেহ বদ্ধ হইয়া উঠিল। পরে রাক্ষসেরা উঁচুর পৃঙ্খলে তৈলাসেক করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। হনুমান রোহার্বিতে হইয়া ঐ এদীপ্ত পৃঙ্খল দ্বারা রাক্ষসগণকে
প্রহার করিতে প্রণুষ হইলেন। রাক্ষসেরা ও সমরেত হইয়া উঠিয়া বন্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরীর আবাল-রুঙ্গ-বিন্তা এই বাপার দর্শনে যার পর নাই উৎফুল হইয়া উঠিল। তখন হনুমান ভাবিলেন, যদিও আমি এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছি, তথাচ রাক্ষসগণ আমার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। আমি শীঘ্রই এই বন্ধনরজ্জু ছিট ভির করিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করিব। এই দুর্গায়ৰ রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি রামের শুভেদেশে লঙ্কার যে উপর অনিশ্চির সাহথে করিলাম, ইহারা আমাকে তদনুরুপ কিছুমাত্র প্রতিফল দিতে পারিল না। বলিলে কি, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারি, কিন্তু রাম স্বয়ং আনন্দপ্রসন্ন ইহাদিগকে বধ করিবেন, সুতরাং কি স্বয়ং করিয়ের জন্য আমার এই বন্ধন সহ্য করিতে হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ করক। আমি রাত্রিকালে ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্কায় তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করক, ইহারা আমার পুূৃ দণ্ড করিয়া। যন্ত্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার মন কিছুগত স্তন্ত হয় নাই।

অন্ততঃ রাক্ষসেরা হনুমানকে এই পূৃ পূৃ হয় মনে চলিল, এহঁ শৌর্য ও ভেরী বাদন পূৃ পূৃ সর্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবার্তা ঘোষণা।
করিতে লাগিল। হস্তুমান পরম সুখে রাঙ্গিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক বিচিত্র বিমান, রুতিরক্তিত ভূষিতায়, স্ববিভূত চতুর, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথা, ও চতুষ্টথ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাঙ্গিসগণও রাজমারের সর্বত্র উহাকে গৃহ চর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

ইত্যাদঃসর্ব বিকৃতাকার রাঙ্গসীরা। দেবী জানকীর নিকট গিয়া কহিল, জানকি! তুমি যে রক্তমূখ বানরের সহিত কথা বার্তা করিতেছিলে, রাঙ্গিসগণ তাহার পুঁধে অগ্নি প্রদান করিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া রাজপথের ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়েছে।

তখন জানকী এই অপ্রীতিকর সংবাদে অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং সন্নিহিত জলন্ত হুতাশনকে পারিত মনে উপাসনা করিয়া কহিলেন, দেব! যদি আমি পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি আমি তপস্তার অমুঢান করিয়া থাকি এবং যদি আমার কিছুমাত্র পাতিত্বতা ধর্ম সঞ্চয় থাকে, তবে তাহার প্রতিবেদন তুমি হস্তুমানের অন্তে শীতলপূর্ণ হও।

অনন্তর জালাকারণ হুতাশন দক্ষিণাবর্ত শিখায় জুলিতে লাগিলেন। পুহ্চাণ্ডলীপক বায়ু তুষারশালী ও সাহস্যকর হইয়া বহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হস্তুমান মনে করিলেন, আয়ার পুঁধে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন
আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই অগ্নির শিখা অভিমতে প্রদীপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না। পৃথিবীতে অগ্নিসম্পন্ন শিখিরবৎ শীতল বোধ হইল, ইহার কারণ কি ? অথবা ইহা যে রামের প্রভাব, তাহা স্বপ্নই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমুদ্র লজ্জা করি, তখন রামের প্রভাবেই ভাষ্যে গিরিবর দৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম। যদি রামের জন্য সমুদ্র ও দৈনাক তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে আপন যে শীতলস্পর্শে প্রদীপ্ত হইবেন তাহা নিতান্ত বিশ্বাসের বিষয় নহে। বাহাই হউক, জনকীর বাংসলা, রামের ভেজ এবং আমার পিতা পাবনের সহিত সখ্যতা এই কথাই করণে একে অপরি আমায় দশ করিতেছেন না।

হনুমান পুনর্বাক মনে করিলেন, কি, নীচ রাক্ষসের। মাদৃশ বাক্তিকেও বন্ধন করিল। একে যদি আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি এইরূপ সংক্ষে করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনরজ্জ ছিম ভিম করিলেন এবং মহাবেগে এক লক্ষ প্রদান পুরাকক মোর রবে সমস্ত প্রভৃতি ধন্যত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর রশ্মিস্তবৎ অতুচ্ছ পুরাকের উপস্থিতে হইলেন। ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুতে জনতা নাই। তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে দেহ সংকোচ করিলেন। ঠাহার বন্ধনরজ্জুর অবশেষ স্বতই উদ্ধৃত 

২৯
হইয়া গেল। তিনি পুরুষার দীর্ঘকাল ছিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণ পুরুষক তোরণসংলগ্ন এক প্রকাণ্ড অগল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ লোহময় অগল এখন পুরুষক ঐ সমস্ত রক্ষকদিগকে সংহার করিলেন। ঐহার লাঙ্গুল প্রদীপ, তিনি ঐ জলস্বগুণ অপুঁতিপ্রভাবে প্রচণ্ড হুর্ঘ্যের ন্যায় দুনিয়াগড় হইল। উঠিলেন এবং বারংবার লঙ্কাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।
চতুর্পঞ্জাশ সর্গ।

তখন হনুমানের উৎসাহ বিক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তিনি ভাবিলেন, এক্ষনে আমার কার্যের কি অবশেষ আছে, আমি আর ফিরিয়ে রাক্ষসগণকে অধিকতর পরিতৃপ্ত করিব। শুদ্ধ বন ভগ্ন করিয়াছি, রাক্ষসবীরগণকে বিনাশ করিয়াছি, সৈন্যোর কিয়দংশ নিঃশেষিত করিলাম, এক্ষণে দুর্গাবিনাশ অবশিষ্ট; এই কার্য্যটি সমাধা করিলেই আমার যাবদ্ধ শ্রুত্রাস সফল হয়। আমি সমুদ্র লজ্জন প্রভৃতি যা কিছু করিলাম, আর অষ্ট ওষ্ঠ দেই তাহা স্বসিদ্ধ হয়। আমার পুষ্পসহে অগ্নি প্রদীপ্ত হই- তেছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত গৃহ দখল করিয়া ইহার সমৃদ্ধি করিব।

তখন হনুমান লঙ্কার গৃহোপরি বিচরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি নির্ভয়ে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্বক গৃহ হইতে গৃহে, উদ্যান ও প্রসাদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বায়ুবেগে মহা-বীর প্রহস্তের গৃহে লঙ্কা প্রদান পূর্বক তা হাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। উহার অদ্দূরে মহা-বীর মহাপার্শ্বের গৃহ, হনুমান তল্পোর লঙ্কা প্রদান করিলেন। গৃহ প্রলয়বৃহত্তি ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পরে বজ্রঢঃ, শুক, সারণ, ইত্যাদি, জন্মালো,
রশ্মিকেতু, চর্যাশক্র, হৃদ্যকর, দিল্লী, রোমশ, যুদ্ধদায়ত্ত, মত, ধজন্তির, বিদ্যাধর, ঘোর, হুতামুখ, করাল, বিশাল, শোণিভাক, কুস্তরক, মথরক, নরসমক, কুস্ত, নিখর, বজ্রশক্র, ও ভক্ষ্যশক্র, অনুক্রমে এই সমস্ত রাক্ষসের গুহ্য অর্থ পাদদান করিলেন। তিনি বিভীষণের গুহ্য পরিবর্ত্য পুরুষ্কর ক্রমে সকলেরই গুহ্য দন্ত করিয়ে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাযোগী রাক্ষসের গুহ্য বহুগুণে বিস্তৃতি প্রদত্ত বিপুল সম্পদের সদিও ভেষ্টাভুত হইতে লাগিলেন। স্নাত হর্মুদান রাজপ্রাণদের সন্নিধি হইলেন। এই রত্নাকৃতি মশলাবর্ণসজ্জিত ও মেকমন্ত্রের উচ্চ হর্মুদান তুর্পরি পুছ্যএলগু এদিকে অন্থির প্রাদুর্ভক প্রল্যাজলদের ন্যায় গর্জন করিয়ে লাগিলেন। হুতাশন প্রবল বায়ুবেগে প্রাদীপে হইয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইয়া উঠিলো; তন্ত্রে বোধ হইল যেন, যুগান্ত কালের অর্থ সমস্ত দন্ত করিয়েছে। তখন মুক্তামুঘি বর্ণজালশোভিত একাং একাং গুহ্য ভয় হইয়া পড়িতে লাগিল; বোধ হইল যেন, পুণ্যক্ষেত্রে সিন্তাণের আবাস গলাকুল হইতে পরিবর্ত্য হইতেছে। চতুর্দিকে ভয়োল আর্তনাদ, রাক্ষসেরা অভ্য গুহ্যরক্ষায় ভেগোৎসাহ হইয়া ধনসম্পদ পরিবর্ত্য পুরুষ্কর ধার-মান হইতে লাগিল। অনেকে কহিল, হা! রুপিকার আর বাণরূপে আঁগুন করিয়াছেন; রমণীরা দৃষ্টগোষ্ঠী শিশুগণকে
কফে লইয়া জলধারাকেল লেচনে জলস্ত অগ্রিমেধ্যে পতিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিখাজালের কিছু হাতে গ্রহণ করিয়া উহাদের লাগিল। উহারা পতনকালে মেঝনির্মুক্ত বিদ্যার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

প্রতিগৃহে প্রচুর হীরক, পারবল, ইথনীল মণি, মুক্তা ও ঘর্ত, তৎসমুদায় অধিসংযোগে দ্বীপত্ত হইয়া পতিতে লাগিল। যেমন অগ্নি তৃণকাঠ দল করিয়া তৃণ হন না তৎকালে সেই রাক্ষসবিনাশে হুমুমানের কিছু লক্ষণ লাভ হইল না। রাক্ষসগণের দল দেহে লক্ষার ভূতানুক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মহাবীর হুমুমান যিপাতাতে শ্রুত অগ্নবাণ কদার ন্যায় লক্ষাত্মক রূপকর্ধ হইলেন। অগ্নি লক্ষার আঞ্চলিত একটি পক্ষতে হুমোর উষ্ণত হইয়া, শিখাজাল বিস্তার পূর্বক তৌমবলে জলিতে লাগিল। উহার জলা সকল গগনশীল ও ধূমশূল; উহা কেটে যুদ্ধের ন্যায় উজ্জল হইয়া লক্ষাম্পূর্ণ বেশিন করিল এবং বজ্র কেলার ঘর চটচট। শবে যেন ঻ন্দাঙ্কে বিদর্ণ করিতে লাগিল। উহার প্রাতি বিক্ষণ কক্ষ এবং শিখা কিংশুক পৃষ্ঠের রক্তবর্ণ; উহা হইতে ধূমজাল বিচিন্ত হইয়া মুখ মেষাকারে পরিণত হইল এবং অগ্নিকুলভাবে গগনতলে প্রদানিত হইতে লাগিল । তৎকালে রাক্ষসরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং
পরশ্বে কহিতে লাগিল, এই বানর হয়ে বজ্রধর ইন্দ্র হইয়ে, অথবা যম, বক্র, বায়ু, শর্য্য, কুবের, বা চন্দ্র হইয়ে। বোধ হয়, কস্বলের নেতাপ্রিয় প্রাণীর এই স্থানে অস্থিত। কিন্তু পিতামহ তক্ষার কোথা রাক্ষসকুল নির্মাণ করিবার জন্য বানরমূর্তিকে উপহারিত হইয়াছে। অথবা অচিরা অবক্ত অন্ত একমাত্র বৈকোব তেজ মায়াবলে প্রাঙ্খ্রুত হইয়া থাকিবে।

লঙ্কাপূর্বী ক্রমশঃ হস্তখ্যান রথ রক্ষণ ও পক্ষীর সহিত দোষ হইয়া গেল; চতুর্দিকে তুমুল রোদন ধরিয়া উঠিয়াছিল; হা পিতঃ! হা পুত্র! হা শ্বামিনি! হা জীবিতেষ্য! সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইল, কেবল এই বলিয়াই সকলে জীবনে চারিতর করিতে লাগিল। লঙ্কা হনুমানের কোথায় শাপাঙ্কিত, নিরী-ক্ষিত হইল। রাক্ষসগণ ভীত বাণ সমস্ত ও বিষম, ইত্যাদি অগুলিশাখা জীবিতেছে; লঙ্কা তক্ষার কোথার পৃথিবীর নায় নিতান্ত শোচনীয় হইল। মহাবীর হনুমান রক্ষণস্কুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। পরে লঙ্কা পুরীতে অগ্নি প্রদান পুর্বক মনে মনে রামকে সমরণ করিতে লাগিলেন।

অন্ততঃ দেবগণ মহাবীর হনুমানের তুঃতিবাদ আরস্ত করিলেন। মহর্ষি, গান্ধার্য্য, বিধাতার ও উজ্জয়ীঃ এই ব্যাপারে যার
পর নাই প্রীত ও এসম হইলেন। তখন হনুমান এক প্রাসাদ-শিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার সুদীর্ঘ লাঙ্গল প্রদীপ্ত হইতেছে; তিনি উহার প্রভাবে সুর্য্যের নায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং স্বকার্য্য সাধন পূর্বক লাঙ্গলের অগ্নি সমুদ্রজলে নির্নাশ করিয়া ফেলিলেন।
পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর হনুমান অভাব চিহ্নিত হইলেন; তাহার মনে হং-পরোনাস্তি ভয় জনিল। তিনি মনে কলিনেন, আমি লক্ষা দণ্ড করিয়া কি কুকার্য্যই করিলাম। যেমন জলসেক দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিকে নির্ধারণ করা যায়, তদ্রূপ রাহার। উদিত ক্রোধকে বুদ্ধিমান নির্ধারণ করিতে পারিয়া, তাহারাই ধন্য। কোষ্ঠীর পাপভয় নাই; সে গুলিকে সংহার করিতে পারে এবং কেহোর বাক্যে সাধারণকেও ভরসা করিতে পারে। কোষ্ঠ উপস্থিত হইলে বাচ্যাবাচ্য কিছুমাত্র রোধ থাকে না। কত ব্যক্তির অকার্য্য কিছুই নাই। সর্গ যেমন জীর্ণ তাক ভাগ করে, সেইরূপ যিনি করা দ্বারা উদ্দিত কোষ্ঠকে দুর করেন, তিনিই পুকুর। এক্ষেত্রে আমি জানকীর বিপদ না। ভাবিয়া লঙ্কা দখল করিলাম। আমি স্বামীমাতক ও পাপপাপাচার, আমাকে ধিক। আমি নির্দোষ ও নিরলজ্জ, যদি সমস্ত লঙ্কা দখল হইয়া থাকে তাহা হইলে। আর্য্য জানকী অবশ্যই দখল হইয়াছেন, প্রতিপালন আমি অজানত প্রভৃতি কার্য্যক্ষতী করিলাম। যে জন্য এত দুর বস্ত ও চেষ্টা ভাবাই ব্যর্থ হইল।
হা! আমি লঙ্কাদাহে ব্যাপৃত থাকিয়া জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। লঙ্কা দণ্ড করা ত নিঃসন্দেহ সামান্য কার্য্য, কিন্তু আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই মূলে ছুড়ি করিলাম। হা! জানকী নিশ্চয়ই নাই! লঙ্কা এককালে ভয়ানক হইয়াছে, ইহাতে দংক হইতে অবিশ্রাম আছে এমন স্থানও দেখিতেছি না। হা! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্য্যক্ষমতা হইল। একথা আমি অন্ধপ্রবেশ করিব, না সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মর্যাদার্থকর্তব্যকে দেহ অপর্ণ করিব। আমি ত কার্য্যের সর্বমাত্র নাশ করিলাম, স্ত্রীতার আর কোনো মুখে গিয়া স্ত্রীবিবেকের রাম লক্ষণের সহিত সাঙ্গাত্য করিব। বাড়ি যে বিনতা চপল, তিলোকে ইহ বিলয়েন প্রথম আছে, একমাত্রে আমি কোঠাদোহে সেই জাতির্যুদ্ধ এদেশের কার্য্য করিলাম। রাজা ভাবে ঘটিল, উহা চপলতাজনক ও কার্য্যকল্পনাশী, আমি স্ত্রীতায়ে তোলাহইয়া কেবল রজনে মূলক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হা! জানকীর অভাবে রাম ও লক্ষণ কদাচিত যোগ্য বাঁচিবে না। ঐ হই মহাবীর বিনষ্ট হইলে স্ত্রীবিবেকের সাহায্যে দেহপ্রাপ্ত করিবেন। পরে আত্মা কল্পনা ভরত এবং বীর শক্তি জোটের এই হৃদ্যসংবাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ঈশ্বরকৃত ক্যস্ত হইলে প্রজারা শোক স্মরণে অতিমাত্র কষ্ট পাইবে। আমি অত্যন্ত ৩০।
হর্ভাগ্য ও অধার্থ্যিক। আমিই কোথায়ও এই ভীষণ লোকক্ষয়
করিলাম।

হরুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ইত্যাবসরে পূর্ববৃত্ত শুভ
লক্ষণ তাহার মনোমত্যে উদিত হইল। তখন তিনি পুনঃ
বর্তার ভাবিলেন, সেই সর্বাঙ্গসূন্দরী জানকী স্বেচ্ছে রক্ষিত
হইতেছেন, তিনি কখনই বিনষ্ট হইবেন না। অতিপেক্ষ দান
করা অগ্র পক্ষে অসম্ভব। জানকী ধর্মপ্রায়ণ রামের পত্নী,
তিনি আপনার চরিত্রে রক্ষিত হইতেছেন, তাহাকে দণ্ড করা
অগ্র পক্ষে অসম্ভব। অগ্র দানির শক্তি আছে সত্য, কিন্তু
জানকীর পুণ্যবল এবং রামের প্রভাবে তিনি আমাকে দণ্ড
করেন নাই। কিন্তু যিনি ভরত প্রভূতি রাজকুমারের আরাধ্য
দেবতা, যিনি মহায় রামের মনোমত পত্নী, কেন তিনি বিনষ্ট
হইবেন। অবিনশ্বর অগ্র সমস্ত ভীষ্মীহত করিতে পারেন,
কিন্তু যিনি আমার পুষ্চ দণ্ড করেন নাই, কেন তিনি পীতাকে
বিনষ্ট করেন।

পরে হরুমান সমুদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন বিশ্বায়গুরুর স্মরণ
পূর্বক মনে করিলেন, জানকী ঠাপঞ্চা, সত্য বাক্য, ও
পাতিশত্রো অগ্রিকে দণ্ড করিতে পারেন, কিন্তু অগ্র কদাচই
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

হরুমান এইরূপে জানকীর ধর্মনির্ণয় বিষয় চিন্তা করিতেছেন,
ইভাবসরে চারণগণ কহিতে লাগিলেন, এই মহাবীর, রাক্ষসগণের গৃহ তীত অগ্নিতে ভয়ীভূত করিয়া কি তীব্র কার্যাই করিলেন। লক্ষ্মণ হইতে রাক্ষসগণ পলায়ন করিয়াছেন, ত্রৈবালক বৃহৎ সকলেই বাকুল, চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল, বোধ হয়, যেন লক্ষ্মণপুরী হংসকোকে রোদন করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য! এই পুরো এক কালে ভয়ীভূত হইল তথাচ জানকী দুর্ঘঘ হন নাই।

তখন হনুমান এই অমৃতভূল্য বাক্য শ্রুতিমাত্র অতিমাত্র হইলেন, তিনি বিশ্বাস্য নিমিত্ত ও খব্রাকে জানকী জীবিত আছেন বুঝিয়া, পুনর্বাক্য শিংশপামুলে বাইতে লাগিলেন।
বট্পরাশ সর্গ ।

অনন্তর মহাবীর হৃদয়ান শিংশপায়ুলে উপাসিত হইয়া দেখিলেন, জানিলেন তাহার উপবক্তা আছেন । তিনি তাহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, দেবি ! আমি ভাঙ্গ্রুতেই তোমাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলাম ।

তখন জানিলেন মহূর্মানের প্রতি যন্ত্র যন্ত্র দৃষ্টব্যাপার করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে প্রবাহিত উদ্বাক্ত দেখিয়া সমূলে কহিলেন, বৎস ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি একদিনের জন্যও এই স্থানে থাক । তুমি কৌন গুণ্ড প্রদেশে বিশ্বাস করিয়া না হয় পরিদিন প্রস্থান করিও । তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগনীর হৃৎসহ শোক কিয়াক্ষণের জন্যও দুর হইবে । তুমি পুনরায় আসিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় আমার প্রাণসক্ত উপাসিত হইবে । আমার মন অভ্যস্ত বিরস, আমি তুঁতের পর তুঁতে সহিতেছি, এক্ষণে তোমার অদর্শনে আরও যন্ত্রণা পাইব। বীর ! আমার একটা বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে ; দেখ, মহাবল স্নায়ুজ্বল বহুসংখ্য বানরের অবতরণ এবং ভ্রমের সহায়ে আছে রচ্ছ, কিন্তু তিনি কিরূপে সাজিলে।
রাম লক্ষণের সহিত অপার সমুদ্র উল্লম্বন করিবেন।
তুমি, বায়ু, ও বিহৃগরাজ গড়ুর ভিয়ে এই বিষয়ে আর কহা-
কেই সমর্থ দেখিতেছি না। তুমি সকল কার্যেই স্ফুট হইবে।
এক্ষেত্রে এই জটিল বিষয় কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে। তোমার
পৌরুষ সর্বাঙ্গে প্রশংসনীর, তুমি একাকী অর্নেশে এই কার্য
সম্পন্ন করিতে পার, কিন্তু রাম যদি স্বয়ং আসিয়া আমাকে
উদ্ধার করেন তবেই তাহার বীরত্বের সমুচিত হইবে। বৎস!
অধিক কি, এক্ষেত্রে তুমি এই জন্যই তাহাকে উদ্ধোগী
করিও।

tখন হঃসন্ত রাজকীয় এই স্বর্গত কথা শ্রবণ পূর্বক
কহিলেন, দেবি! মহাবীর স্বগীর বানর ও ভল্লুকগণের অধি-
পতি।' তিনি তোমারকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্জ্ব করি-
য়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি অসংখ্য বানরের সহিত শীঘ্রই উপ-
ষ্ট হইবেন এবং সেই নরপ্রবির রাম ও লক্ষণও শরনার্থের
এই লক্ষপূর্ব্ব চাহিদার করিবেন। দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম
রাক্ষসকে নির্ভুল করিয়া। অচিরাৎ তোমাকে উদ্ধার করিবেন।
এক্ষেত্রে তুমি আশ্বস্ত হও এবং সময় প্রত্যক্ষ। কর। রাবণ শীঘ্রই
স্বংশে ধোংস হইবে। রাম বানরটিনীর সহিত অন্ততিকাল মধ্যে
আসিবেন এবং মুক্ত জয় হইব। তোমার শোক অপনীত
করিবেন।
হরুমান জানকীরে এইরূপ আশ্চৰ্য্য প্রদান পূর্বক প্রতিগমনে প্ররূপ হইলেন। তিনি রাক্ষসবধ, শ্নাম কীর্তন, বল প্রদর্শন, লক্ষাদাহ, রাক্ষসবধান, জানকীরে প্রবোধ দান ও অভিবাদন পূর্বক স্নানীয় সন্ন্যাসনার্থে প্রার্থনা করিলেন। লক্ষার
उपाय से अर्कियं पर्वत, तिनि समृद्ध लक्षण करिवार अभि-
प्राये ऐ पर्वते उपाय करिलेन। उहार निषेद नील
वनश्रेणी, एवं उद्देश्व गाढ़ मेघ, तद्वारा बोध है येन, उहा बन्दे अवगुणित हई। आहे। उहार सर्वत्र स्वर्याकिरण,
येन उहा तद्वारा प्रबोधित हहतेचे। उहार चतुर्दिके
धातु सकल उडूड़ैन, भ्रम पर्वत येन नेत्र उवीलन करितेचे।
उहार इतिहादन निर्बलर गहने शब्द, उहा येन अधिक है। गहण हहतेचे।
उहार इतिहादन शिखरे अट्ठाच देवदाक्षिण, तद्वारा
बोध है येन उहा उद्वाह हई। दृष्टान्तमान आहे। स्थान
स्थाने शारदीय सुपर्णरे निबिड़न तंगमनर आन्धोलित
होयातेय येन उहा कम्पित हहतेचे। स्थान स्थाने कीचक
ञांग, तथ्ये बायु प्रवेश करारे येन उहा मधुर शब्द
करितेचे। कोळ्यामो येहार अज्ञगर, तंगमनर गर्जन करारे
येन उहा रूसरे दीर्घिनिश्चित फेलितेचे। गहण सकल
नीहारजाने आच्छन, येन उहा ध्याने निमझून आहे। निमझे
मेहरिकुत्तुला गोंडीशेल, येन उहा गुमने प्ररूप हहयाचे, एवं
শিখর সকল মেঘে আকৃত, যেন উহা জূহাতাগাক করিতেছে। এ অরিক পূর্বত শাল তাল ও বংশ প্রভৃতি বিবিধ রুক্ষে পরিপূর্ণ; উহার ইতেমতঃ কৃমিজিত লতা, সর্বত্র মূগেরা বিচরণ করিতেছে, চতুর্দিকে তৈলিন ধাতুত্বর, নির্ভর সকল মহাবেগে নিপতিত হইতেছে, সর্বত্র প্রস্তরস্তূপ, স্থানে স্থানে মহর্ষি রক্ষ গন্ধর্বক কিন্তু ও উরগণ বাস করিয়া আছেন। কোন প্রদেশ রুক্ষ লতায় নিতান্ত নিবিড়, সিংহেরা গুহামধ্যে শয়ন রহিয়াছে, এবং ব্যাঘ্রগণ সঞ্চরণ করিতেছে। মহাবীর হনুমান সতর হইয়া মহাবর্ণে এ পূর্বতে আরোহণ পূর্বক ঘোর উরগণপূর্ণ মহাসমুদ্র সন্ধর্ষন করিলেন। তখন পূর্বতন্ত্র শিলাখণ্ড সকল তৃতীয় পাদতরে দূষ্ণ হইয়া সমকালে পড়িতে লাগিল। হনুমানও সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহ রুদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তখন এ গিরিভাষ্য হনুমানের পাদভে নিতান্ত নিপীড়া হইল এবং জীবজন্তুগণের সহিত রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। এ পূর্বতের শৃঙ্গ সকল কল্পিত হইল, পুষ্পিত রূক্ষ সকল বজ্রাহতের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কন্দরবাসী সিংহেরা নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং ভীষণ গজনে নতোমূল বিদূর্ণ করিতে লাগিল। বিদায়বীণা ভীত হইয়া ক্লিষ্ট বসনে গলিত ভূষণ মৃদুর্বতি হইয়া পড়িল। দীর্ঘকার দীপজ্জল
মহাবিষ অজগরের পৌরুষ ও মন্তক নিম্নিক্ষেত্র হইয়া। গেল এবং ইতস্ততঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। এবং কিন্তু গম্ভীর যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্বত পরিভ্যাগ পূর্বক আকাশে উঠিত হইল।

ঐ পর্বত দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিশো যোজন উন্নত, উহা হনুমানের পদভরে তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

মহাবীর হনুমানও তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাসমুদ্র লজ্জন করিবার জন্য মহাসমুদ্র গগনতলে উঠিত হইলেন।

———